OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 140 - 148
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে যৌনতার পরিসর

ময়ূরী ঘোষ নন্দী
গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: mayuri.nandy100@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Urban Middle-Class Life, Crisis of Existence, Complexity of the Human Mind, Natural Presentation of Sexuality, Love and Lack of Love, Loneliness and Despair, Conflicts in Human Relationships, Unconventional Way of Thinking.

Abstract
One of the main features of Sandipan Chattopadhyay's short stories is the simple and open way he writes about sexuality. He does not show it only as a physical need. Through it, he shows people's hidden wishes, love, lack of love and inner struggles. He also shows the problems in relationships between men and women. His characters sometimes look for love, sometimes feel lonely, and sometimes struggle between their wishes and real life. In this way, he shows the different sides of the human mind. Past memories and present problems are also important in his stories. He shows how people often lose their own identity while following the usual ways of life. Sometimes, they hide their own wishes to follow society's rules. He also writes about the problems of married life, broken relationships, loneliness and the need for someone to depend on. Through these subjects, he presents the real picture of city life. Sandipan Chattopadhyay has made a special place for himself in Bengali literature through his own style of writing and his different way of looking at life. He tries to show the real feelings and problems of ordinary people. His stories deal with many different subjects, and his characters are also different from one another. Through his stories, he shows the problems of middle-class people living in cities and the many difficulties of the human mind. In this way, he has made an important contribution to Bengali short stories.

Discussion

বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯৩৩ সালে ২৫ অক্টোবর জন্ম এবং ২০০৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের যে টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল, সেই সংকটময় পরিবেশের মধ্য দিয়েই তাঁর বেড়ে ওঠা। পরবর্তী কালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়েছেন এবং একসময় সেখান থেকে বেরিয়েও আসেন। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি নানা কারণে মধ্যবিত্ত সমাজের যে অস্তিত্ব সংকট মাথা চারা দিয়ে উঠেছিল সন্দীপনের লেখার মধ্য দিয়ে তা প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মূলত মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সংকটকেই তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। নাগরিক মধ্যবিত্তের মন ও মনন জুড়ে নানাবিধ জটিলতা, পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, তাঁর প্রতিটি গল্পের মধ্যেই দেখা যায়। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান লক্ষণ হিসেবে আমরা খুঁজে পাই আদিম ও সহজাত প্রবৃত্তি যৌনতাকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্পর্কে অন্যতম একটি অভিযোগ, তাঁর রচনায় যৌনতার বিপুল প্রয়োগ ঘটেছে। তবে এই অভিযোগ একেবারে ভুল তা নয়, তাঁর বেশিরভাগ গল্পে যৌনতার অবাধ ব্যবহার পরিলক্ষিত। তবে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় যৌনতা তার স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়েই উপস্থাপিত হয়েছে। বলা যায় যৌনতা বিষয়টিই যেন আলাদা একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। লেখক নিজে এ কথা স্বীকার করেছেন যে তাঁর লেখায় –

> "সেক্স থাকে না সেক্স অ্যাক্টের কোন বর্ণনা কোথাও নেই।"[১]

আসলে তাঁর লেখাকে বলা যায় 'মূলত সেনজুয়াল।'[২] শ্রী অদ্রীশ বিশ্বাসকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন -

> "সেক্স আবার কি? এটা কি আলাদা করে লোকে কেন যে উল্লেখ করে জানি না। খাবার-দাবারের কথা বলে না ঘুমের কথা বলে না বাতকর্মের কথা বলে না, - কেবল এটাই বলাবলি হয়।"[৩]

তিনি এও জানিয়েছেন –

> "আমি ধর্মচর্চা করি না। করলে সেখানেও যৌনতা থাকত। যৌনতা তো একটা উৎসব, জীবনের সেরা আনন্দই যৌনতা, এখানে শারীরিকতা একটা উপলক্ষ মাত্র।"[৪]

অধ্যাপক মল্লিকা রায় মনে করেছেন –

> "পঞ্চাশের দশকের সময়জ নৈতিকতায় নিহিত বোধের তাড়না সবথেকে ভুগিয়েছে সন্দীপনকে। তাঁর প্রতিটি চরিত্রই প্রায় অস্তিত্বের প্রশ্নে অসহায় জায়গা থেকে সময় ও সমাজকে অবলোকন করেছে। এবং নির্মাণ করে চলেছে নিজেকে।"[৫]

যদিও এই ব্যক্তির আচরণ বিশ শতকের একটি বৈশিষ্ট্য বটে। প্রদীপ বসুর লেখায় পাই –

> "ফুকো 'সেক্স' এবং 'সেক্সচুয়ালিটির' মধ্যে যে পার্থক্য করেছেন তার কথা মনে করা যেতে পারে। ফুকো বলেছেন, সেক্স হল এক পারিবারিক বিষয়। সেক্স-এর সম্পর্ক হল বস্তুত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করার সম্পর্ক। অন্যদিকে সেক্সসুয়ালিটি বা যৌনতার ডিসকোর্সে সেক্স তার সম্বন্ধ বিস্তারের শিকড় থেকে ছিন্ন। এখানে যৌনতা হল এক ব্যক্তিগত বিষয়, এর সম্পর্ক ব্যক্তির গোপন কামনা বাসনা, শরীরের বিপদজনক প্রবণতা, গুপ্ত ফ্যান্টাসিকে কেন্দ্র করে। বস্তুত এই হল ব্যক্তি - মানুষের সত্তাসার। তার ব্যক্তিত্ব ও আইডেন্টিটির অন্তস্থল।"[৬]

আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে যৌনতাকে কেন্দ্র করে অস্তিত্ব সংকটের এই জায়গাটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে।

'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' গল্পটি ১৯৬০ সালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার গল্পসংখ্যা তে প্রকাশিত। এই গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই একটি প্রধান পুরুষ চরিত্র এবং একটি নারী চরিত্র। তবে মূলত পুরুষ চরিত্রটির মধ্য দিয়েই লেখক একাধিক দৃশ্য রচনা করেছেন। গল্পের নায়কের নাম বিজয়। তার জবানিতেই গল্পটি বর্ণিত। নারী চরিত্রটির নাম মায়া। এই নারীকে কেন্দ্র করে কথকের অতীত-বর্তমানের স্মৃতি ও ঘটনাগুলি উঠে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিজন মায়াকে ভীষণ রকমভাবে চাইছে। তার মন একান্তভাবেই মায়ার প্রতি অনুরক্ত। আবার গল্পের মাঝামাঝিতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই সে নিজেই বলেছে মায়াকে এখন তার মনে পড়ছে না। যে সময়ে দাঁড়িয়ে সে এটি অনুভব করে, সেইসময় তাকে আমরা সমাজবাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ানো একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে পাই, যে সবকিছুকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারে, যার কাছে শরীর মানে কেবল যৌনচাহিদা বা অন্যান্য শারীরিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার একটি বিষয়মাত্র। তাইতো ভালোবাসা না থাকা সত্ত্বেও কেবল শারীরিক চাহিদাটুকু মেটাবার প্রয়োজনেই বেশ্যালয়ে রেনুর কাছে যাওয়া। রেনুকে ভালবাসতে পারেনি বলে কোনদিন তার ঠোঁটে চুমু খেতে পারেনি সে। অথচ মায়ার শুষ্ক ঠোঁট দেখে কতবার তার উষ্ণতার স্পর্শ পেতে চেয়েছিল তার মন। কারণ মায়াকে সে ভালোবেসেছে আন্তরিকভাবেই এবং সবরকম ভাবে। সেই জন্যই নিজের মনের অবদমিত ইচ্ছাগুলোকে নিজের মনের মধ্যেই লালন করে চলেছে দীর্ঘদিন। তার মনের ভেতর থেকে উঠে আসা কথাগুলি মনে মনেই বলে চলে বিজন। আর মায়ার সামনে মুখে প্রকাশ করতে থাকে তার অন্যরূপ। মায়ার সাথে তার অতীত স্মৃতিচারণ কিম্বা বর্তমানের ঘটনা, মায়াকে ভুলেও ভুলতে না পারা, অফিসের বন্ধুর সাথে জুড়ে থাকা স্মৃতি, বাড়ির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্মৃতি, ছোটবেলার বন্ধুর স্মৃতি এবং বর্তমানের নানা অনুষঙ্গ, যেখানে উঠে এসেছে কলকাতার বিবর্ণ ব্যস্ততার ছবি। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে করতে হঠাৎ বর্তমানে খসে পড়া, এই দৃশ্য সমগ্র গল্প জুড়েই দেখা গেছে। আসলে আমরা প্রত্যেকেই এই ভাবেই বাঁচি। অতীত ও বর্তমানকে যুগপথ সঙ্গে নিয়ে চলা, বিজন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক এই দিকটি সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা সাধারণ কিছু মানুষ আছি যারা প্রায় সকলেই গতানুগতিকভাবে বেঁচে থাকতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। কিন্তু এদের মাঝেই অল্প সংখ্যক হলেও কিছু ব্যতিক্রমী সত্তাও আছে যারা জীবনটাকে একটু আলাদা চোখে দেখতে বা বাঁচতে পছন্দ করে। আমরা অনেকেই এই গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে আদতে নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলি। অন্যের পছন্দ-অপছন্দকেই নিজের অজান্তেই নিজের বানিয়ে ফেলি। বিজনের মধ্য দিয়ে এই দিকটিকেই দেখিয়েছেন সন্দীপন। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিজন পৃথিবীর বিখ্যাত দৃশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম সুন্দর দৃশ্য গড়ের পিছনে সূর্যাস্ত যাওয়া দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজের কাঁধে নিজের হাত রেখেছে। এখানে অন্য কোন কাঁধের বা হাতের প্রত্যাশা সে করেনি। কিন্তু এই বিষয়টি বর্ণনার ক্ষেত্রে বিজন চরিত্রের মুখে শোনা যাচ্ছে তার এহেন কার্যকলাপের কারণ আসলে কি বই পড়ে শেখা নাকি এরকমটাই প্রচলিত বলে তার এমনটা ভালো লাগছে। এই যে দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব সন্দীপনের বিজনের মধ্যে ভয়ংকর ভাবে এবং অনিবার্যভাবে প্রত্যাশিত, প্রায় প্রতিটি গল্পেই। এই বিজনকে আমরা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন গল্পেই পাই। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক মানব মনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিলতার স্তরে পৌঁছেছেন।

'বিজনের রক্ত মাংস' (ছোটগল্প : নতুন রীতি) গল্পের নামকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় এই গল্পের নায়কও বিজন। বোঝাই যাচ্ছে বিজন চরিত্রটি সন্দীপনের বহু গল্পেই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় একজন যুবকের আত্মসংকটের ছবি। বিজন জানতে পারে সে এক গভীর অসুখের শিকার। রক্ত প্রস্রাব করছে সে। বিজনের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে অস্তিত্ব সংকটের দ্বন্দ্বে। তারই চোখের সামনে গড়ে উঠেছে তার দাদা বৌদির সুখী দাম্পত্য অথচ তার জীবন ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে জীবন জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বে। এখানেও বিজনকে দেখা যায় বেশ্যাপট্টিতে রেনুর কাছে যেতে। গল্পে বিজনের মনোভাবেই প্রকাশিত যে রেনুর কাছে তার যাওয়া শুধুমাত্র রেনুর প্রতি তার চূড়ান্ত অপ্রেম থেকে। অথচ সেও কখনো ভাবে রেনুর বাড়িতে বাজার নিয়ে যাবে, রেনুকে রাঁধতে বলবে, দুপুরে রেনুকে নিয়ে শুয়ে থাকবে সে। এ যেন এক সুখী দম্পতির গৃহস্থলির ছবি। এই গল্পে বিজনের মধ্য দিয়ে লেখক একজন অবক্ষয়িত-আত্মনির্মাণে অক্ষম-অসুস্থ যুবকের ছবিটি তুলে ধরেছেন। যে দারুণভাবেই সচেতন তার মধ্যেকার দুটি বিষয় সম্পর্কে, যা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে; এক, তার গুরুতর অসুখ করেছে এবং দুই, কোন মহিলার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

'আট বছর পরে একদিন' (১৯৬০) গল্পটিরও নায়ক বিজন। শুরুতে দেখা যায় স্কুলের বন্ধু দুলাল দত্তর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় বিজনের হাওড়া স্টেশনে। কথা প্রসঙ্গে বিজন জানতে পারে ঘোরতর সংসারি দুলাল দুটো তিনটে সন্তানের বাবা। অপরদিকে নিজের সম্পর্কে জানায় সে অবিবাহিত। ট্রেন ধরার তাড়া থাকায় বেশি কথা তাদের মধ্যে না হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে দুলাল বন্ধুকে দোলের দিন নিমন্ত্রণ জানাতে ভোলে না। বন্ধুর কথা রাখতে দোলের দিন দুলালের বাড়ি যায় বিজন। বিজনকে নিয়ে দুলাল সোজা গিয়ে তার শোবার ঘরের বিছানায় বসে। বৈরাগ্য তথা একাকিত্বের যন্ত্রণায় যে মানুষকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হতে হয়, তখন আবার নির্লিপ্তভাবে তাকেই সহ্য করতে হয় অন্যের সুখ। বন্ধুর সুখী দাম্পত্যের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় বিজন। দেখতে পায় আজ যা কিছু তার হতে পারতো, তা সবই অন্যের হয়ে বসে আছে। আর এখানেই লুকিয়ে থাকে গল্পের ক্লাইম্যাক্স। দুলাল তার স্ত্রীকে যখন বিজনের সামনে এনে উপস্থিত করায়, বিজনের মনে পড়ে যায় পাঁচ বছর আগের এক দোলের দিনের কথা। যেদিন 'মেয়েটিকে'[৭] দেখতে গিয়েছিল বিজন। এই 'মেয়েটিকে' শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না আজ যে 'দুলালের বউ' হয়ে বিজনের সামনে দাঁড়িয়ে, বছর পাঁচেক আগে সেই সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে বিজনের মনে একটি জায়গা তৈরি করেছিল, যা পূর্ণতা পায়নি। কারণ মেয়েটি নিজে একজন গায়িকা হয়েও পাত্রপক্ষের কাছে নিজের প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়ে ফেলেছিল, যা বিজন একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। কারণ গানকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। মনিমালার এই 'ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান'[৮]কে সে ভুলতে পারেনি আজও। পাত্রী নির্বাচন করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে মনিমালাকেই সে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। এই নিয়ে আর কোন নির্বাচনের মধ্যে যেতে চাইনি বিজন, কিন্তু মনিমালার এই 'ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান' তার মনকে চিরতরে টুকরো টুকরো

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে দেয়। যার ক্ষত সে দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। গল্পের একেবারে শেষে গিয়ে দেখা যায়, বিজন বুঝতে পারে যে, সে মনিমালাকে মনের মধ্যে আজও রেখে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনিমালা তাকে একেবারেই ভুলে গেছে। তাকে দেখেও চিনতে পারেনি সে।

'মীরাবাঈ' (১৯৬০) গল্পটি শুরু হয়েছে একটি টিয়াপাখির বর্ণনা দিয়ে। পাশাপাশি দুটি বাড়িতে থাকা খাঁচাবন্দী দুই টিয়ার পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যে আকুতির কথা আমরা জানতে পারি সেটি আসলে গল্পেরই মূল বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী। যেখানে দেখা যায় পারেক সাহেবের স্ত্রী মীরাবৌদি স্বামীর বাঁধাধরা কঠোর জীবন পালনের আদেশ মানতে মানতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই সুযোগ পেলেই সেই নিয়মগুলি একটু একটু করে ভাঙতে চায় সে। খাঁচার পাখির মতোই বদ্ধ তার জীবন। তাই বাইরের জগতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ। ১০ বছরের দাম্পত্যে আটটি সন্তান প্রসব করেও এতোটুকু ঘাটতি হয়নি তার যৌবনের। স্বামীর আদেশ পালনে বাধ্য হলেও, সন্তান প্রসবে বাধ্য হলেও মীরার চোখে পারেকের মতো খোসা ছাড়ানো সেদ্ধ আলুর মতো ফ্যাসফ্যাসে হলদে গায়ের রংটিও আরো অনেক কিছুর মতোই অপছন্দের। তাই অষ্টম সন্তান জন্মাবার সময় মীরা অত্যন্ত সচেতনভাবেই তার ইচ্ছে প্রকাশ করে জানায় –

"ফর্সা বেটা ছেলে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আমার গা ঘিন ঘিন করে...।"[৯]

তাই সে মনে প্রাণে চেয়েছিল তার ছেলের রঙ হবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের, 'যেমন কৃষ্ণের ছিল,'[১০] ছিল আরো একজনের। তার শরীরও সেই নীল রঙকেই বহন করেছে। যা আমরা সরাসরি না পেলেও গল্পের শেষে পৌঁছে জানতে পারি বিশেদার মৃত্যুর খবরের মধ্য দিয়ে। বিশেদার সাথে মীরা বৌদির একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের পরিণতি ছিল মীরার গর্ভের এই অষ্টম সন্তান। যার রং হয়েছিল নীল আর এই নীল রংটির উল্লেখই আমরা বিশেদার রেললাইনে পড়ে থাকা কাটা হাতের বিবরণেও পেয়ে থাকি। যদিও এই সন্তান বাঁচেনি, বাঁচেনি মীরা বৌদিও এবং শেষপর্যন্ত বিশেদার সুইসাইড দিয়ে গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশেদার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কথক বিজন আবিষ্কার করেছে এক সত্য, সূক্ষ্মভাবে চরিত্রহীন মীরা বৌদিকে এবং একই সাথে সে বুঝতে পারে জীবনযাপন পালনে মীরাবৌদির প্রতি পারেক সাহেবের প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে কঠোর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার কারণটি।

'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৬৩) এই গল্পটিকে ঠিক গল্প না বলে একটি গল্পাণু বলা যেতে পারে। কারণ এর ভিতর যে পরিচ্ছেদ বিভাজন রয়েছে, সেগুলি কোনটাই গল্প নয়। ছোটগল্পের যে কাঠামো তা এখানে কোনভাবেই ধরা পড়েনি। আসলে সন্দীপনের প্রথম দিকের লেখায় যে প্রথাবিরোধী লক্ষণ ধরা পড়েছে, সেটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের মধ্য দিয়ে। গল্পটির মধ্যে প্রধান তিনটি চরিত্র দেখা গেছে - আশালতা, শশাঙ্ক ও গোপাল। এদের মধ্যে আশালতা হল গল্পের নায়িকা। শশাঙ্ক নায়ক এবং গোপাল শশাঙ্কর বন্ধু। গল্পটি এদের তিনজনের আত্মকথনের ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। আশালতা চাইবাসার মেয়ে। তারা মোট সাত বোন, এক ভাই। তার বড়দি ও মেজদি প্রেম করে বিয়ে করে। আশালতা জানায় –

"ছেলেবেলাতেই আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি যে, আমাকেও প্রেম করতে হবে।"[১১]

আশালতার জীবনে প্রেম আসে ঠিকই কিন্তু অসময়ে; যখন তার মন শশাঙ্কর মতো তিক্ত জীবনের অভিজ্ঞ একজনকে বোঝার মতো পরিণত হয়ে ওঠেনি, তখন তার নগ্ন কাঁধে হাত রাখে সেই প্রেম। শশাঙ্কের প্রতি আশালতার হৃদয়ে ভালোবাসার প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু শশাঙ্কর অস্থির ও জটিল হৃদয়কে বোঝার মতো ক্ষমতা, তখনও পর্যন্ত সে অর্জন করতে পারেনি। অপরদিকে শশাঙ্কও যেভাবে নিজের জীবনটাকে দেখে এসেছে, বেঁচে এসেছে, সেই অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়েই সে আশালতার ওপর জোর খাটাতে গিয়েছিল। তার নগ্ন পিঠ দেখে শরীরী উত্তেজনায় মেতে ওঠে শশাঙ্ক। যার ফলে আশালতার নরম হৃদয় থেকে সে চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। আশালতার আত্মকথন দিয়েই গল্পের শুরু এবং শেষও হয়। সে শশাঙ্ককে সরাসরি বলেছে যে, -

"কবিতা তুমি কোনদিন ভালবাসনি শশাঙ্ক, কবিকেও না।"[১২]

এবং শেষে গিয়ে তার আক্ষেপ ও হতাশা ঝরে পড়েছে শশাঙ্কের প্রতি –

"তুমি অপেক্ষা করলে না, হায় তুমি ছিঁড়ে নিলে।"[১৩]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আসলে আশালতা তো শশাঙ্ককে সৎ ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন পুরুষ হিসেবে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু শশাঙ্ক নিজেই তার চারিত্রিক স্খলনের জন্য দায়ী থেকেছে আশালতার কাছে। বড্ড তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে সে। ওভাবে যে একমাত্র স্থূল সম্পর্কই গড়ে ওঠে, শশাঙ্ক তা বুঝতে পারেনি। তার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে বুঝতে দেয়নি আশালতাকে। সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে ধীরে ধীরে সে নিজেকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে, যার ফলস্বরূপ আশালতাকে সে হারায়।

'মাঝে মাঝে কার কাছে যাব' গল্পটি 'যুগান্তর' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত। গল্পটির নামকরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে লেখক এখানে এমন একজন মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন, যে মাঝে মাঝে কারোর কাছে কোথাও কোন আশ্রয়ের খোঁজে যেতে চায়। সেই আশ্রয় হতে পারে হৃদয়ের বা শরীরের। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে গল্পের নায়িকা চরিত্রের জবানিতে। শুচিস্মিতা এমন একজন নারী যে কোনো সময়ই একা থাকতে পারে না। কাউকে না কাউকে তার চাই। কিন্তু এতে করে সে কিন্তু তার চরিত্রের কোনরকম স্খলন ঘটায়নি। কারণ যে মুহূর্তে তার জীবনে কেউ না কেউ উপস্থিত থেকেছে, সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র সেই পুরুষটিই থেকেছে। তবে মহীনের প্রতি তার দুর্বলতা অবশ্যই বেশি থেকেছে বরাবর। মহীনের মধ্য দিয়ে সে এক কাল্পনিক সংসার খুঁজে পেয়েছিল। মহীন বিবাহিত হয়েও অবৈধ যৌনতায় লিপ্ত হয় শুচিস্মিতার সাথে। স্ত্রীকে দিয়ে যা পূরণ হয়নি, মহীন সেই শূন্যতা পূরণ করে চলে শুচিস্মিতার মধ্য দিয়ে। শুচিস্মিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় সে মাঝে মাঝেই মহীনের কাছে ফিরে আসে যখন তার জীবনে কেউ উপস্থিত থাকে না বা কোনো প্রেম পূর্ণতা পায় না। তখন তার প্রয়োজন হয় মহীনকে। তবে শুচিস্মিতা মহীনের প্রতি বরাবর সতী থেকেছে। এমনকি স্ত্রী-সন্তানের অনুপস্থিতিতে মহীন তার বাড়িতে শুচিস্মিতাকে ডাকলেও শুচিস্মিতা যায়নি। তাদের এই অবৈধ সম্পর্কে মাঝে মাঝেই বিরতি পড়ে। গল্পে দেখা যায় দু'বছর দশ মাস তাদের মধ্যে যোগাযোগ নেই। আগে তারা মহীনের বন্ধু রতনের ফ্ল্যাটে তাদের এই মুক্ত যৌনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে রতন বিবাহিত হওয়ায় সেই স্থানটি রাতারাতি 'গেরস্ত বাড়ি'[১৪] হয়ে ওঠে। তাই তারপর থেকে তারা হোটেলে মিলিত হয়েছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শুচিস্মিতাকে একজন অত্যন্ত আধুনিক নারী হিসেবে দেখিয়েছেন, যার কাছে যৌনতা অন্যান্য শারীরিক প্রবৃত্তিগুলির মতোই স্বাভাবিক আচরণ। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু তা পূরণ না হলে শরীরে অস্থিরতা বেড়ে যায়। শুচিস্মিতা সরাসরি জানায় 'সপ্তাহে অন্তত একদিন না হলে গা গুলোয়।'[১৫] রতনের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তারা আর সেখানে যেতে পারেনা বলে মহীনকে সে 'অন্য ব্যবস্থা'[১৬] করতে বলেছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের পুরুষ চরিত্রেরা যেমন যৌনতার বিষয়ে খুব সচেতন এবং স্বাভাবিক থেকেছে, নারীরাও ততটাই সদর্থক মনোভাব দেখিয়েছে। গল্পে দেখা যায় শুচিস্মিতার বিয়ে ঠিক হয় একজন বিবাহিত পুরুষের সাথে, যার নাম ইন্দ্র। ইন্দ্রর স্ত্রী যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম। ইন্দ্র তাই চায় একজন সঙ্গী, যার সাথে সে সহবাস করতে পারবে। অর্থাৎ সহবাসের সঙ্গী চেয়েছিল সে, জীবনসঙ্গী নয়। ইন্দ্রের মধ্য দিয়েও নাগরিক জীবনের যৌনতার পরিসরটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় দীর্ঘ দু'বছর দশ মাস দশ দিন পর শুচিস্মিতা মহীনের অফিসে গিয়ে জানতে পারে তার 'লাং টিউমার'[১৭] হয়েছে। সে 'হস্পিটালাইজড।'[১৮] মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে মহীন, জানতে পেরে শুচিস্মিতা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায় মহীনের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে মহীনের স্ত্রী গীতিকার সাথে তার দেখা হলে সে জানতে পারে গীতিকা তার ও মহীনের সম্পর্কের বিষয়ে অবগত। এমন কি শুচিস্মিতার আবোর্সনের কথাও জানে সে। গল্পটি শেষ হয়েছে মহীনের মৃত্যু দিয়ে।

'জাগো, মসৃণ ত্বক' গল্পটি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি গল্প যেখানে সমগ্র গল্পটি জুড়ে রয়েছে যৌনতার ছবি। গল্পটিতে দেখা যায় একজন নারী আর একজন পুরুষকে, যারা অবৈধ যৌনতার সম্পর্কে লিপ্ত। অমিয় ও নীরা। সম্পর্কে নীরা অমিয়র ছোটো শ্যালিকা। এখানেও দেখা যায় স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে সে নার্সিংহোমে ভর্তি থাকলে অমিয় আর নীরা অমিয়র বাড়িতে যৌন সম্পর্কে মেতে ওঠে। নীরার শরীরের প্রতি অমিয়র তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মানবজীবনের একটি বাস্তবসম্মত চিত্র তুলে ধরেছেন এমন এক বিষয়ের উল্লেখের মধ্য দিয়ে যেখানে বলা হয়েছে অমিয় কিশোর অবস্থায় যখন কোনারকের মন্দির দর্শনে গিয়েছিলো সেখানে গিয়ে মন্দিরের ভিতর মৃদঙ্গবাদিকার প্রস্তরমূর্তির স্তনে হাত রাখা মাত্র একজন রক্তমাংসের নারীর স্তনের স্বাদ অনুভব করেছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অমিয়র

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যৌন চাহিদা তার কিশোর অবস্থাতেই দেখা দিতে শুরু করেছিল। যেটা আদতে স্বাভাবিক একটি বিষয়। আর যৌনতা নিয়ে সন্দীপনের এই স্বাভাবিকতার প্রবণতাটি তাঁর লেখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছে।

'পরিচারিকার নাম আশা' এই গল্পটিতে লেখকের নির্ভরযোগ্যতার জন্য, একটি আশ্রয়ের জন্য আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। আসলে আমরা প্রতিটি মানুষই কোন কিছু পাবার আশায় বেঁচে থাকি। আশা হল আমাদের বেঁচে থাকার অক্সিজেন। কথাতেই বলে আশায় বাঁচে চাষা। আশা যখন জীবন থেকে ফুরিয়ে যায়, মানুষের বেঁচে থাকার অর্থটাই তখন নষ্ট হয়ে যায়। এই গল্পের পরিচারিকার নাম আশা। বলা বাহুল্য নামটি নিঃসন্দেহে একটি দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। বাড়ির পরিচারিকার প্রতি লেখকের নির্ভরশীলতা আসলে আমাদের যাপিত জীবনকেই অঙ্কিত করা হয়েছে। যেখানে আশার ওপর ভিত্তি করেই আমরা জীবনের পথে একটু একটু করে অগ্রসর হতে পারি। একইসাথে কথক তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে একজন সঙ্গীকে কামনা করেছেন, যে তাঁর সবরকম খেয়াল রাখবে যেমনটা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে তার স্ত্রী করে থাকে। আশার কাছ থেকে কথক ওই সঙ্গটুকু পেতে চেয়েছে। বলা যায় আশা হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের চালিকাশক্তি।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি অসাধারণ গল্প হল 'মাঝখানের দরজা', ১৯৮০ সালে কৃত্তিবাস পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশ পায় গল্পটিতে তিনটি চরিত্র মূলত স্থান পেয়েছে। গল্পটিকে বলা যেতে পারে ত্রিকোণ শরীরের গল্প। যার তিনটি কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে ধ্রুব ও তার স্ত্রী অনুভা এবং পরিচারিকা সিন্ধু। অনুভার সাথে ধ্রুবর শারীরিক বিচ্ছেদের পরিচায়ক যেমন তাদের আলাদাভাবে থাকা দুটি ঘরের মাঝখানের একটি বন্ধ দরজা। তেমনি মানসিক বিচ্ছেদের পরিচয় বহন করে চলে পরিচারিকা সিন্ধু। তাই আগে মাঝখানের দরজাটি বন্ধ থাকলেও এখন তাতে ছিটকিনি পড়ে। ধ্রুব তার স্ত্রী অনুভার শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে তার সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে না পারার কারণে বেছে নেয় অন্য শরীর, পরিচারিকা সিন্ধুকে। বিয়াল্লিশ বছরের ধ্রুব দিনের পর দিন অত্যন্ত পারদর্শিতা সাথে বছর ষোলোর সিন্ধুকে নিয়ে নিঃশব্দ যৌনতায় মেতে উঠতে থাকে এবং একই সাথে সিন্ধুকে তালিম দেয় কীভাবে শব্দ না করেও মিলিত হওয়া যায় বা কোন সুযোগে কথা বললে বাইরে থেকে তা কেউ শুনতে পাবে না ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়। এমনকি বালিশে সিন্ধুর চুল থাকলে সেটিও পরিষ্কার করে রাখার শিক্ষাটি সিন্ধুকে শিখিয়ে দেয় ধ্রুব। দেখা যায় গর্ভনিরোধক নিতে ভোলে না ধ্রুব অর্থাৎ যৌনতায় লিপ্ত হতে চায় কিন্তু কোনোরকম দায় নিতে সে নারাজ। তাইতো যখন সিন্ধু জানায় যে, সে তার মায়ের সাথে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, তা শুনে সিন্ধুর প্রেগন্যান্ট হবার আশঙ্কা হয় তার। এরপরেই খবরের কাগজে ধর্ষণের একটি ঘটনার বিবরণ দেখে ধ্রুবর দারুণ মানসিক যন্ত্রণার মুহূর্তটি দেখা যায়, যে মুহূর্তে তার মনে হয়েছে তার স্ট্রোক হয়ে যাবে। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে সেই রাতেই সন্তান ও স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সে পুনরায় সিন্ধুর সাথে মিলিত হয়। আসলে এই সম্পর্কটি থেকে নিজেকে কোনভাবেই মুক্ত করতে না পারার নেশায় নিজেকেই ক্রমশ জড়িয়ে ফেলতে থাকে ধ্রুব।

১৯৮৬ সালে শারদীয়া আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'স্মৃতি, শুকরনন্দিনী কথা বলো' গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে 'তার ছোটবেলার কথা কিন্তু আমিও কিছুই জানিনা'।[১৯] এই কথাটুকুর মধ্য দিয়ে যেটা বোঝা যাচ্ছে, তা হলো, লেখক কোন একজন চরিত্রের জীবনের এবং মনের উপলব্ধিগুলোকে তাঁর নিজের মতো করে বলতে চলেছেন অর্থাৎ গল্পটিকে বলা যেতে পারে সর্বজ্ঞ কথন রীতিতে রচিত একটি গল্প। যেখানে লেখক গল্পের মূল চরিত্র নিখিলেশের ছোটবেলার জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কল্পনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি জানান - 'নিখিলেশের ছোটবেলায় জীবনটা এইরকম হতে পারে।'[২০] অর্থাৎ সমস্ত গল্পটাই একটি আনুমানিক স্মৃতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিখিলেশের মায়েরা সাত বোন। তার সকল বোনেদের বিয়ে হয়েছে বড়লোকদের ঘরে। কিন্তু তার মায়ের জন্ম থেকেই ঠোঁট কাটা হওয়ায় সে গিয়ে ওঠে যামিনীকান্তর ছোট সংসারে। বাবা-মা'র সাথে বয়ে চলা এই জীবন দিনের পর দিন ছোট নিখিলের অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। এরই মাঝে তার কাছে ধরা পড়তে থাকে বাবা-মা'র মধ্যে যৌন সম্পর্কের ছবিটি। সে দেখেছিল তার মায়ের মৃত্যুর পর স্ত্রীকে দাহ করে বাড়ি ফিরে সেই রাতেই যামিনীকান্ত স্ত্রীকে স্মরণ করে পাশবালিশকে জড়িয়ে ধরে 'মাস্টার্বেট' করেছিল। এই ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল রসায়ন বলতে যৌনতাকেই বুঝিয়েছেন। নিখিলের মনে পড়ে রাতে ভাত খেয়ে একটু আগে আগেই শুতে যেত সে, কারণ পাশে বোন ইন্দু শুয়ে থাকায় 'মাস্টার্বেট'[২১] করতে অসুবিধা হয়। যৌনতার ছবি বা যৌনাচারণের প্রত্যক্ষদর্শী নিখিলেশের মন ও মননে যৌন সম্পর্ক এতটাই দৃঢ়তার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাথে ছাপ ফেলে যে, একদিন স্বপ্নে বোন ইন্দুর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে। গল্পের প্রায় শেষের দিকে দেখা যায় কালীপ্রতিমা বিসর্জনের একটি মুহূর্ত; যেখানে দেখা যায় কেউ প্রতিমার চাঁদমালা নিচ্ছে, কেউ বা নিচ্ছে নরমুণ্ড, ফরেস্ট গার্ডকে দেখা যায় মায়ের অঙ্গ থেকে তাঁর পরিধানের শাড়িটি খুলে নিতে। অপরদিকে দেখা যায় নিখিলেশের ডান হাতের তালু গিয়ে স্পর্শ করে রয়েছে প্রতিমার স্তন। বলাই বাহুল্য শৈশবের স্মৃতির ভিতর থেকে নিখিলেশ যে কোনভাবেই যৌন অনুষঙ্গগুলিকে বাদ দিতে পারেনি, সেটিই লেখকের কল্পনাতে ধরা পড়েছে সচেতনভাবে। যৌনতা বা যৌন চাহিদা যে মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় প্রত্যক্ষভাবেই উঠে এসেছে। শুধু তা-ই নয়, শৈলীগত দিক দিয়েও যৌনতা তাঁর লেখায় অভিনবভাবে ফুটে উঠেছে। যৌনতার এই বিস্তৃত পরিসরের মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অতি সূক্ষ্ম ও জটিল মনস্তত্ত্বের দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের অপর দুটি গল্প হল 'কয়েকটি শিরোনামা-১' ও 'কয়েকটি শিরোনামা-২' এর মধ্যে প্রথম গল্পটিতে নর ও একাধিক নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। দ্বিতীয় গল্পটিতে কোন নারী চরিত্র না থাকলেও যৌনতার বিষয় নিয়ে লেখকের নিজস্ব মনোভাব উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম গল্পে লেখক তাঁর যৌনসঙ্গী চামেলিকে চুম্বন করেছে তার প্রণয়কে প্রত্যাখ্যান করার পর। তিনি জানিয়েছেন 'আমাকে এমন ভাবে চুম্বন করতে দাও যা হবে কিছু মৃতদেরও ...let me kiss my own'।[২২] তিনি চামেলিকে বোঝাতে চেয়েছেন তারা পরস্পরের প্রণয়ী কিনা তা তিনি জানেন না, তবে এই সত্য জানবার জন্য তাদের সময় নিতে হবে। তাই সমাজ নির্ধারিত নরনারীর সম্পর্কে জোর করে সেই মুহূর্ত তিনি দিতে চাননি, কিন্তু যৌনতার স্পর্শ থেকে সে নিজেকে এবং চামেলিকে দূরে সরিয়েও রাখেননি। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেক্স নয় সেক্সসুয়ালিটিকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, যা ব্যক্তিসাপেক্ষ, সমাজ নিরপেক্ষ। যাকে কোনো সমাজ নির্ধারিত সম্পর্কের গণ্ডিতে বেঁধে ফেলা যায় না।

যৌনতা সম্পর্কে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের স্পষ্ট কিছু মতামত ছিল। সেই মতামতগুলি আলাদা করে তুলে ধরা যায়–

> "আমরা মেয়েদের যে এত ভালোবাসি তার একটা মহাজন আছে। তার নাম Sex। আমরা তাকে সুদ দেই। সেটাই প্রেম।"[২৩] (সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের দিনলিপি- ২১/০৩/২০০০
>
> "যেসব নারী বহুগামীনি অন্তত দ্বিচারিণী-তাদের উচিত – শুধু তারাই অধিকারী আত্মজীবনী লেখার। একচারিণীরা প্রকৃতির পরিহাস। যেমন হিজরে ও নানেরা।"[২৪] (দিনলিপি–০৮/০৮/১৯৯৪)
>
> "আমার সঙ্গে ... লের অবিবাহিত যৌনসম্পর্ক ছিল ১৯৭৫ থেকে '৯০, ১৫ বছরের— যদি তা সারারাতের— রাতারাতি দু-তিনবার নয়। ১৫ বছরে আমরা oral বা অন্যান্য গ্ল্যাটিফিকেশন (যা যত্রতত্র) সঙ্গমে মেতেছি হয়তো বা বার ৪০— আর কত? তবে সারারাত কখনও নয়। হোটেলে সারাদুপুর থেকেছি। মনে পড়ে প্রথম দিনই ওর সঙ্গে পরপর দুবার সঙ্গম করি ১৫ মিনিটের মধ্যে। তা হ্যাট্রিক করতে ব্যর্থ হই। আমার বয়স ৪২—শুরু সেই ১৯৭৫। ... আমাদের ব্যবধান বয়সের আরও কম— ২৬ বছর মাত্র।"[২৫] (দিনলিপি—০৮/০৮/১৯৯৮)
>
> "যৌনতা অপরাধ নয়ই, জীবনের অপরিহার্য আনন্দেরই বিষয়। অথচ, শুধু যৌনতা নিয়ে বই লিখলেই মহাভারত পাপবিদ্ধ হয়।"[২৬] (কে জানে গরল নাকি প্রকৃত পানীয়?)
>
> "তবে এটা ঠিকই যে আমার লেখায় এখনও পর্যন্ত আলাদা করে কোনো বেডরুম-সিন বা সঙ্গমদৃশ্য নেই। তবে যৌনতা থাকে।"[২৭] (খড়ের গাদায় কুকুর)
>
> "মানুষ একটা সামাজিক প্রাণী এবং একশোবার। দাম্পত্য একটা প্রধান স্তম্ভ, সেই সমাজের। তা বলে, যৌনতার মূল্য দিয়ে তাকে কিনতে হবে, এটা কিন্তু খাল কেটে কুমীরকে ডেকে আনা।"[২৮] (খড়ের গাদায় কুকুর)
>
> "যৌনতা হল জীবনের বিকল্প। তাছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কি? ট্রেসিং পেপারের এদিকে ছবি আঁকলে যা ওদিকে ফুটে ওঠে, উঠবেই, সেটাই যৌনতা। একে অস্বীকার করা যায় কি? আমার তো মনে হয়,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> নাটকেই এই নরনারীর যৌনতার আবেগ সহজে আসতে পারে। কারণ ফিল্ম লার্জার দেন লাইফ। টিভি লেজার ড্যান লাইফ। নাটকই শুধু জীবনের মাপে মাপে। মানুষ এখানে ঠিক মানুষের মতন।”[২৯] (কবে তুমি আসবে বলো তো)
>
> “হ্যাঁ লেখা মাত্রেরই– যে-কোনো সৃষ্টিকাজের, একটি তুলনাহীন যৌন আবেদন রয়েছে বৈকি। যেমন, ‘নষ্টনীড়’।”[৩০] (শশী ও হ্যামলেট)

প্রথাবিরোধী ভাবধারার লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্তিত্বহীনতার সংকটকে কেন্দ্র করে মানসিক জটিলতা, নিঃসঙ্গতা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই সেই অস্তিত্ব সংকট কোথাও গিয়ে যৌনতাকেও স্পর্শ করছে। যৌনতাকে তিনি কেবল শারীরিক চাহিদা হিসেবেও দেখেননি, বরং এর মধ্য দিয়ে মানুষের মনের নানা দিক, অবদমিত ইচ্ছা, প্রেম, অপ্রেম, আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিক দ্বন্দ্বকেও তুলে ধরেছেন। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নানা অনুভূতি তাঁর লেখায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর চরিত্রগুলি কখনও ভালোবাসার জন্য আকুল হয়েছে, কখনও একাকিত্বে ভুগেছে, আবার কখনও নিজেদের সুপ্ত ইচ্ছা ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। এইভাবেই তিনি মানবমনের সূক্ষ্ম ও জটিল দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। সন্দীপনের লেখায় মানুষের অতীত স্মৃতি ও বর্তমান জীবনের টানাপোড়েনও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গতানুগতিক জীবনযাপনের মধ্যে মানুষ কীভাবে নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে হারিয়ে ফেলে এবং সামাজিক নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে নিজের ইচ্ছাগুলিকে অবদমন করে, সেই দিকটিও তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি দাম্পত্যজীবনের জটিলতা, সম্পর্কের ভাঙন, মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং নির্ভরতার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি নাগরিক জীবনের বাস্তব ছবিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর পুরুষ চরিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে মুক্ত যৌনতা যেন তাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়, আর তাঁর নারীরা পুরুষের চাহিদা মেটাতেই যেন দ্বিচারিণী। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে যৌনতা নর-নারীর কাম-চরিতার্থের অবলম্বন নয়, আসলে তা সূক্ষ্ম মননশীলতা ও বৌদ্ধিকতারই সার্বিক মুক্তির রসদ।

Reference:

১. ‘সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাকৃতি’, বক্সী ড. নিলয়, এডুকেশন সেন্টার, এপ্রিল ২০২১, কলকাতা ৬, পৃ. ১৮৭
২. ঐ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. ‘সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পের শিল্পরূপ’, সরকার নবনীতা, তবুও প্রয়াস, অগাস্ট ২০২৩, কলকাতা ১২, পৃ. ৫০
৬. ঐ
৭. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, গল্পসমগ্র ১, 'আট বছর পরে একদিন', ৪র্থ সংস্করণ, মে ২০২২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৫৩
৮. ঐ, পৃ. ৫৮
৯. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, গল্পসমগ্র ১, 'মীরাবাঈ', ৪ র্থ সংস্করণ, মে ২০২২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৬৫
১০. ঐ
১১. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, গল্পসমগ্র ১, ‘সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী’, ৪র্থ সংস্করণ, মে ২০২২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৮৬
১২. ঐ, পৃ. ৯৬
১৩. ঐ
১৪. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, গল্পসমগ্র ১, ‘মাঝে মাঝে কার কাছে যাব’, ৪র্থ সংস্করণ, মে ২০২২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১২
১৫. ঐ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 140 - 148
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. ঐ
১৭. ঐ, পৃ. ১৪
১৮. ঐ
১৯. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, গল্পসমগ্র ২, 'স্মৃতি, শূকরনন্দিনী, কথা বলো...', ৪র্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০২২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২৮
২০. ঐ
২১. ঐ, পৃ. ২৯
২২. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, গল্পসমগ্র ১, 'কয়েকটি শিরোনাম- ১', ৪র্থ সংস্করণ, মে ২০২২, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১১৬
২৩. 'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাকৃতি', বক্সী ড. নিলয়, এডুকেশন সেন্টার, এপ্রিল ২০২১, কলকাতা ৬, পৃ. ২০২
২৪. ঐ, পৃ. ২০৩
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. ঐ, পৃ. ২০৪
২৮. ঐ
২৯. ঐ
৩০. ঐ

Bibliography:

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - গল্পসমগ্র ১
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় - গল্পসমগ্র ২
'যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল', পাণ্ডা বিশ্বজিৎ, লেখাজোকা, জানুয়ারি ২০২৩, কলকাতা ৪
'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পের শিল্পরূপ', সরকার নবনীতা, তবুও প্রয়াস, অগাস্ট ২০২৩, কলকাতা ১২
'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথাকৃতি', বক্সী ড. নিলয়, এডুকেশন সেন্টার, এপ্রিল ২০২১, কলকাতা ৬
'সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় মনন ও দর্শন', চট্টোপাধ্যায় অর্ক ও চৌধুরী অদ্বয়, বৈভাষিক, ফেব্রুয়ারি ২০২২, কলকাতা ৭৩